তারিখ ... 08 NOV 2008 ...
পৃষ্ঠা - ১ ... ৭

দৈনিক
ইত্তেফাক

আইনের ফাঁক গলে ক্লাসে ফিরেছে ঢাবির ৭৪ ভুয়া শিক্ষার্থী

জড়িতরাও বহাল তবিয়তে ॥ প্রশাসনের বিরুদ্ধে দায়িত্বহীনতার অভিযোগ

॥ সাইদুর রহমান ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুলসংখ্যক ভুয়া ছাত্রকে বৈধকরণের সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। ছাত্রত্ব বাতিল হওয়া ২১০ জন ছাত্রের মধ্যে ৭৪ জন ছাত্র আইনের ফাঁকফোকর দিয়ে ক্লাসে ফিরেছে। বাকিরাও ক্লাসে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ইতিমধ্যে আদালতে একটি মামলায় কর্তৃপক্ষ পরাজয় বরণ করেছে। নামেমাত্র গত দুই বছর ভুয়া ভর্তির বিরুদ্ধে অভিযান চললেও এই অবৈধ প্রক্রিয়ায় জড়িতরা এখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়েছে। এছাড়াও শোকজপ্রাপ্ত আরো ১০ ছাত্র আদালতে রিট পিটিশন করে ছাত্রত্ব বহাল রেখেছে। কর্তৃপক্ষ দায়সারাভাবে ৯ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে সাময়িক শাস্তি দিয়েছে মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের উদাসীনতা ও দায়িত্বহীনতার কারণে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, অনেক আগে থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভুয়া ভর্তির প্রচলন ছিল। কিন্তু গত জোট সরকারের আমলে অসাধু চক্রটি বেপরোয়া হয়ে ওঠে। চক্রটি অনুষদের ডিন ও বিভাগের চেয়ারম্যানদের যোগসাজশে সবার অজান্তে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীকে ভর্তি করানোর সুযোগ পায়। সর্বপ্রথম ২০০৬ সালে লোক প্রশাসন বিভাগে ১১ জন ভুয়া শিক্ষার্থী ধরা পড়ার পরে এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের টনক নড়ে। ২০০৬ সালের ১৯ অক্টোবর সিন্ডিকেট প্রো-ভিসি অধ্যাপক ড. আফম ইউসুফ হায়দারকে প্রধান করে ১১ সদস্যের তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠন করে। তথ্যানুসন্ধান কমিটি প্রণীত ১১টি প্রতিবেদনের সুপারিশের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট এ পর্যন্ত অবৈধ প্রক্রিয়ায় ভর্তি হওয়া ২১০ জন ছাত্রের ছাত্রত্ব বাতিল করে। এছাড়াও অবৈধ প্রক্রিয়ায় ভর্তি হওয়ার অভিযোগে কারণ দর্শানোর নোটিস পাওয়ার সাথে সাথে লোক প্রশাসন বিভাগের ৯ জন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ১ জন ছাত্র উচ্চ আদালতে রিট পিটিশন দায়ের করায় তাদের ছাত্রত্ব বাতিল করা সম্ভব হয়নি। মোট ছাত্রত্ব বাতিল ও শোকজপ্রাপ্তদের মধ্যে ২০১ জনই সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ছাত্র।

মামলা দায়ের ॥ ১৬ জন অভিযুক্ত : বিশ্ববিদ্যালয়ে অবৈধ প্রক্রিয়ায় ছাত্র ভর্তি করানোর অভিযোগে বিভিন্ন শাখার ৯ কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে। বহিষ্কৃতরা হলেন- ডেপুটি রেজিস্ট্রার একেএম মোজাম্মেল হক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক (১৩শ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

আইনের ফাঁক

(প্রথম পৃঃ পর)

বিভাগের প্রশাসনিক কর্মকর্তা আবুল হোসেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান সহকারী বিএম আমিনুল, অর্থনীতি বিভাগের প্রধান সহকারী বিমল চন্দ্র দাস, লোক প্রশাসন বিভাগের প্রধান সহকারী ইউনুছ আকন্দ, হিসাব পরিচালক দপ্তরের জহুরুল ইসলাম, হিসাবরক্ষক মো: আমিনুল ইসলাম, রেজিস্ট্রার বিল্ডিং এর প্রধান সহকারী শহীদুল্লাহ এবং ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের আনোয়ারুল। এদের মধ্যে প্রথম পাঁচ জনের নামে শাহবাগ থানায় মামলা করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা কর্মকর্তা কামরুল ইসলাম বাদী হয়ে মামলা করেন। বাকি ৪ জনের বিরুদ্ধে খুব শিগগির মামলা করা হতে পারে। এ ছাড়াও ৮ জন বহিরাগতের নামে মামলা করা হয়। এরা হলেন- ইউনিএইড কোচিং সেন্টারের পরিচালক গোলাম মোস্তফা কিরণ, মিরপুর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের বাংলা বিভাগের প্রভাষক হাফিজুর রহমান হাফিজ, কারুতা ইন্টারন্যাশনাল এর কনসালটেন্ট ও সোসাইটি ফর এ্যাসিসটিং দ্য প্রেসিডেন্ট'র চেয়ারম্যান ওবাইদুল কবির, ৭৪, সাইন্স ল্যাবরেটরীর কারুতা ইন্টারন্যাশনালের মো: মঈন, ধানমন্ডির বাসা নং ৫৫/এফ, রোড নং-৯-এর বাসিন্দা আব্দুর রাজ্জাক, মধ্য বাড্ডার ট ১৫০/এ এর বাসিন্দা নিশাত আহমেদ, বাসা নং-২, রোড নং-১৩, ব্লক-সি, সেকশন ১০ এর সাজ্জাদুর রহমান লিমন এবং ১/১ পাইওনিয়ার রোড কাকরাইল ওয়াইএমসিএ এর জুয়েল রোজারিও।

ছাত্রত্ব ফিরে পাচ্ছেন ভুয়ারা ॥ উদাসীন কর্তৃপক্ষ

অবৈধ প্রক্রিয়ায় ভর্তি হওয়া ২১০ জন ছাত্রের মধ্যে আবার ৭৪ জন উচ্চ আদালতে রিট পিটিশন দায়ের করে ক্লাসে ফিরেছে। এর মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ৪০টি রিটে ৪৪ জন ছাত্র, লোক প্রশাসন বিভাগে ১৬টি রিটে ২১ জন, অর্থনীতি বিভাগে ৪টি রিটে ৪ জন, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের ২টি রিটে ২ জন এবং সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউটে ২টি রিটে ২ জন ছাত্র রয়েছে। ৭৪ জন ছাত্র সর্বমোট ৬৪টি রিটে করেছে।

মামলাগুলো আইনীভাবে মোকাবিলা করার জন্য দুইজন আইনজীবীকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ব্যারিস্টার আবদুল হালিম চাকলাদারকে ৩২টি মামলা দেয়া হলেও তিনি ২৭টি মামলার এফিডেভিট করেছেন। তবে ড.নাঈম আহমেদকে ৩২টি মামলার দায়িত্ব দেয়া হলেও তিনি এখনো পর্যন্ত কোন মামলার এফিডেভিট করেননি। ৬৪টি মামলার মধ্যে একটি মামলা কোর্টের শুনানির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। বাকি রিটের শুনানি প্রায় অনিশ্চিত। ভুয়া ছাত্রত্ব প্রমাণ হওয়ার পরেও প্রশাসনের দুর্বলতা ও উদাসীনতায় একটি মাত্র শুনানি হওয়া মামলায় কর্তৃপক্ষ হেরে যান। মামলার বাদি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ২য় বর্ষের ছাত্র আহমেদ আল রজি আদালতের মাধ্যমে তার ছাত্রত্বের বৈধতা ফিরে পান। ইতিমধ্যে তার বিভাগের ফলাফলও প্রকাশ করা হয়েছে।

জড়িতরা ধরা ছোঁয়ার বাইরে

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানায়, ভর্তি প্রক্রিয়ার সাথে সরাসরি অনুষদের ডিন, বিভাগগুলোর চেয়ারম্যান, হল প্রভোস্ট ও ভর্তি শাখার কর্মকর্তারা সম্পৃক্ত থাকেন। নামে মাত্র বিভাগগুলোর কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের সম্পৃক্ততা থাকে। কিন্তু দীর্ঘ দুই বছরে তথ্যানুসন্ধান কমিটি দায়সারাভাবে কিছু কর্মকর্তাকে বহিষ্কার করেছে মাত্র। এখনো পর্যন্ত ডিন অফিস, চেয়ারম্যানদের দপ্তর ও হল অফিসের কাউকে সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। ফলে ভুয়া ভর্তির মূল হোতারা পুরাপুরি ধরা ছোঁয়ার বাইরে রয়েছে।

প্রশাসনের বক্তব্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি ও তথ্যানুসন্ধান কমিটির প্রধান অধ্যাপক ড. আফম ইউসুফ হায়দার বলেন, অবৈধ প্রক্রিয়ার সাথে যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে কোন টাকা লাগে না। এ বিষয়ে অভিভাবকসহ সকলকেই সামাজিকভাবে সচেতন থাকতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. এসএমএ ফায়েজ বলেন, কিছু অসাধু ব্যক্তির মাধ্যমে ব্যতিক্রম পদ্ধতিতে কিছু ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। তবে সূক্ষ্মভাবে ভুয়া ভর্তি চিহ্নিত হয়েছে।